BHARATI INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH & DEVELOPMENT (BIJMRD)

(Open Access Peer-Reviewed International Journal)

DOI Link : https://doi.org/10.70798/Bijmrd/03080028

Available Online: www.bijmrd.com|BIJMRD Volume: 3| Issue: 08| August 2025| e-ISSN: 2584-1890

অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রাথমিক শিক্ষা: প্রতিবন্ধী শিশুদের শিক্ষা বাস্তবতা

Sabnam Farha

Email: sabnamfarha1983@gmail.com

সারসংক্ষেপ:

অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা (Inclusive Education) আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ ও মানবিক দর্শন, যার মূল উদ্দেশ্য হলো সমাজের সকল শিশুকে—বিশেষত প্রতিবন্ধী শিশুদের—বৈষম্যহীন ও সমান শিক্ষার সুযোগ প্রদান করা। এই শিক্ষা দর্শন বিশ্বাস করে যে শিশুদের শারীরিক, মানসিক বা বুদ্ধিবৃত্তিক ভিন্নতা শিক্ষালাভের অন্তরায় নয়; বরং শিক্ষাব্যবস্থাকেই শিশুদের বহুবিধ চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে। প্রাথমিক শিক্ষা স্তরে অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার গুরুত্ব বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, কারণ এই পর্যায়েই শিশুর জ্ঞানীয় বিকাশ, সামাজিক আচরণ, আবেগীয় স্থিতি ও নৈতিক মূল্যবোধের ভিত্তি নির্মিত হয়।

ভারতসহ বহু উন্নয়নশীল দেশে অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষাকে বিভিন্ন শিক্ষানীতি ও আইনের মাধ্যমে স্বীকৃতি দেওয়া হলেও বাস্তব ক্ষেত্রে এর কার্যকর বাস্তবায়ন এখনো সীমাবদ্ধ। বিদ্যালয় পরিকাঠামোর অপ্রতুলতা, প্রশিক্ষিত শিক্ষকের অভাব, অনমনীয় পাঠক্রম ও মূল্যায়ন ব্যবস্থা, সামাজিক কুসংস্কার এবং অভিভাবকদের অনাগ্রহ—এই সব সমস্যা প্রতিবন্ধী শিশুদের শিক্ষায় অন্তর্ভুক্তিকে বাধাগ্রস্ত করে। এই গবেষণামূলক প্রবন্ধে অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রাথমিক শিক্ষার তাত্ত্বিক ধারণা, ভারতীয় নীতিগত কাঠামো, বাস্তব শিক্ষা পরিস্থিতি, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিবন্ধকতা, শিক্ষকদের ভূমিকা, অভিভাবক ও সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণ এবং ভবিষ্যৎ করণীয় বিষয়গুলি বিশ্লেষণ করা হয়েছে। সার্বিকভাবে, এই অধ্যয়ন একটি ন্যায়ভিত্তিক, মানবিক ও টেকসই শিক্ষা ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তার ওপর আলোকপাত করে।

মূল শব্দ: *অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা, প্রাথমিক শিক্ষা, প্রতিবন্ধী শিশু, শিক্ষানীতি, সামাজিক ন্যায়।*

ভূমিকা:

শিক্ষা মানবাধিকারের একটি মৌলিক ও অবিচ্ছেদ্য উপাদান, যা ব্যক্তির সামগ্রিক বিকাশ, সামাজিক ক্ষমতায়ন এবং গণতান্ত্রিক সমাজ গঠনের প্রধান ভিত্তি হিসেবে বিবেচিত। শিক্ষা কেবল জ্ঞান অর্জনের মাধ্যম নয়; এটি মানবিক মূল্যবোধ, সামাজিক ন্যায়বোধ, সহনশীলতা ও নাগরিক চেতনা গঠনের একটি কার্যকর প্রক্রিয়া। জাতিসংঘের *Universal Declaration of Human Rights* (1948)-এ স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে শিক্ষা প্রত্যেক মানুষের মৌলিক অধিকার এবং রাষ্ট্রের দায়িত্ব হলো এই অধিকার সকল নাগরিকের জন্য নিশ্চিত করা। পাশাপাশি *Convention on the Rights of the Child* (1989) এবং *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (2006)-এও প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য সমান ও মানসম্মত শিক্ষার অধিকার নিশ্চিত করার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

তবে এই আন্তর্জাতিক ঘোষণাসমূহ ও নীতিগত অঙ্গীকার থাকা সত্ত্বেও বাস্তব ক্ষেত্রে সমাজের প্রান্তিক জনগোষ্ঠী—বিশেষত প্রতিবন্ধী শিশুরা—শিক্ষার অধিকার থেকে নানা ভাবে বঞ্চিত হয়ে আসছে। দারিদ্র্য, সামাজিক কুসংস্কার, অবকাঠামোগত সীমাবদ্ধতা, উপযুক্ত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকের অভাব এবং নীতিনির্ধারণ ও বাস্তবায়নের মধ্যকার ব্যবধান—এই সকল কারণ মিলিয়ে প্রতিবন্ধী শিশুদের শিক্ষায় প্রবেশাধিকার ও ধারাবাহিক অংশগ্রহণ মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়। প্রাথমিক শিক্ষা স্তরে এই বৈষম্য আরও প্রকটভাবে প্রতিফলিত হয়, কারণ এই স্তরেই শিশুর শিক্ষাজীবনের ভিত্তি রচিত হয় এবং শেখার প্রতি তার আগ্রহ, আত্মবিশ্বাস ও সামাজিক অভিযোজন গড়ে ওঠে।

এই প্রেক্ষাপটে **অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা (Inclusive Education)** একটি গুরুত্বপূর্ণ ও সময়োপযোগী শিক্ষা দর্শন হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা এমন একটি দৃষ্টিভঙ্গি ও নীতি কাঠামো, যা "সব শিশুর জন্য শিক্ষা" (Education for All) ধারণাকে বাস্তব রূপ দেয়। এই শিক্ষা ব্যবস্থা প্রতিবন্ধী ও অপ্রতিবন্ধী শিশুদের মধ্যে বিভাজন সৃষ্টি না করে, সকল শিশুকে একই শ্রেণিকক্ষে, একই পাঠক্রমের আওতায় এবং একই সামাজিক পরিবেশে শিক্ষালাভের সুযোগ প্রদান করে। এর মূল লক্ষ্য হলো শিক্ষাব্যবস্থাকে এমনভাবে রূপান্তরিত করা, যাতে শিশুর ভিন্নতা—শারীরিক, মানসিক, বুদ্ধিবৃত্তিক বা সামাজিক—কোনোভাবেই শিক্ষালাভের অন্তরায় না হয়ে দাঁড়ায়।

অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা কেবলমাত্র প্রতিবন্ধী শিশুদের বিদ্যালয়ে ভর্তি বা শারীরিক উপস্থিতি নিশ্চিত করার বিষয় নয়; বরং এটি সক্রিয় অংশগ্রহণ, গ্রহণযোগ্যতা, সমান মর্যাদা ও মানবিক সম্মানের প্রশ্নের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত। এই পদ্ধতিতে শিক্ষাব্যবস্থা শিশুর সাথে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেয়, শিশুকে ব্যবস্থার সঙ্গে মানিয়ে নিতে বাধ্য করে না। ফলস্বরূপ, এটি কেবল প্রতিবন্ধী শিশুদেরই নয়, বরং সকল শিক্ষার্থীর জন্য সহমর্মিতা, সহযোগিতা ও সামাজিক দায়বদ্ধতার মূল্যবোধ গড়ে তুলতে সহায়ক হয়।

অতএব, প্রাথমিক স্তরে অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার বাস্তবতা, চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনাগুলি বিশ্লেষণ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই গবেষণামূলক আলোচনার মাধ্যমে প্রতিবন্ধী শিশুদের শিক্ষায় অন্তর্ভুক্তির বর্তমান পরিস্থিতি, কাঠামোগত সীমাবদ্ধতা এবং কার্যকর বাস্তবায়নের পথ অন্বেষণ করা সম্ভব হবে, যা একটি ন্যায়ভিত্তিক, মানবিক ও সমতাভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থার দিকে অগ্রসর হওয়ার জন্য অপরিহার্য।

অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার ধারণা ও বিকাশ:

অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার ধারণার বিকাশ ঐতিহাসিকভাবে বিশেষ শিক্ষার (Special Education) ধারণা থেকে শুরু হয়েছে। প্রাথমিক পর্যায়ে প্রতিবন্ধী শিশুদের আলাদা বিশেষ বিদ্যালয়ে শিক্ষা দেওয়া হতো। পরবর্তীকালে 'ইন্টিগ্রেশন' বা সমন্বয়মূলক শিক্ষার ধারণা আসে, যেখানে প্রতিবন্ধী শিশুদের সাধারণ বিদ্যালয়ে প্রবেশাধিকার দেওয়া হলেও তারা প্রান্তিক অবস্থানে থাকত।

১৯৯৪ সালের সালামাঙ্কা ঘোষণা (Salamanca Statement) অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার ধারণাকে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি প্রদান করে। এই ঘোষণায় বলা হয়, সাধারণ বিদ্যালয়ই সকল শিশুর শিক্ষার উপযুক্ত স্থান, যেখানে বৈচিত্র্যকে শক্তি হিসেবে দেখা হবে।

প্রতিবন্ধকতার ধরন ও শিক্ষাগত চাহিদা:

প্রতিবন্ধী শিশু বলতে বিভিন্ন ধরনের প্রতিবন্ধকতাসম্পন্ন শিশুদের বোঝায়, যেমন—

- শারীরিক প্রতিবন্ধকতা
- দৃষ্টিজনিত প্রতিবন্ধকতা
- শ্রবণ প্রতিবন্ধকতা
- বুদ্ধিবিকাশজনিত প্রতিবন্ধকতা
- শিখন সমস্যা (Learning Disability)

- অটিজম স্পেকট্রাম ডিসঅর্ডার
- বহুবিধ প্রতিবন্ধকতা

প্রতিটি প্রতিবন্ধকতার ধরন অনুযায়ী শিক্ষাগত চাহিদা ভিন্ন। অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় এই বৈচিত্র্যময় চাহিদা পূরণের জন্য বিশেষ পদ্ধতি, উপকরণ ও মানবসম্পদের প্রয়োজন হয়।

ভারতীয় প্রেক্ষাপটে অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রাথমিক শিক্ষা:

ভারতে অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার ধারণা ধীরে ধীরে বিভিন্ন শিক্ষানীতি, আইন ও সরকারি কর্মসূচির মাধ্যমে বিকশিত হয়েছে। সংবিধানের ২১এ অনুচ্ছেদে শিক্ষা অধিকারকে মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার পর থেকে প্রতিবন্ধী শিশুদের শিক্ষায় অন্তর্ভুক্তির বিষয়টি নীতিগতভাবে বিশেষ গুরুত্ব লাভ করে। এই প্রেক্ষাপটে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে, যার লক্ষ্য ছিল সকল শিশুর জন্য—বিশেষত প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য—সমান ও মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করা।

উল্লেখযোগ্য উদ্যোগগুলির মধ্যে রয়েছে—

• **সর্বশিক্ষা অভিযান (SSA)**, যা "Education for All" নীতির ভিত্তিতে প্রাথমিক শিক্ষায় সর্বজনীন প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে গৃহীত হয় এবং *Inclusive Education for Disabled at Elementary Level (IEDSS)*-এর মাধ্যমে প্রতিবন্ধী শিশুদের অন্তর্ভুক্তির উপর গুরুত্ব আরোপ করে।

• **সমগ্র শিক্ষা অভিযান (Samagra Shiksha Abhiyan)**, যা প্রাক্-প্রাথমিক থেকে মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত শিক্ষাকে একটি সমন্বিত কাঠামোর মধ্যে নিয়ে এসে অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষাকে আরও বিস্তৃত রূপ দেয়।

• **প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার আইন, ২০১৬**, যা প্রতিবন্ধী শিশুদের বৈষম্যহীন শিক্ষা, যুক্তিসঙ্গত সহায়তা (reasonable accommodation) এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষাব্যবস্থার আইনি ভিত্তি সুদৃঢ় করে।

• **জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০**, যেখানে প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য সমান সুযোগ, নমনীয় পাঠক্রম, প্রযুক্তিনির্ভর সহায়তা এবং শিক্ষক প্রশিক্ষণের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

যদিও এই নীতিমালা ও কর্মসূচিগুলিতে প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য বিনামূল্যে ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার স্পষ্ট অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়েছে, বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে এখনো বহু সীমাবদ্ধতা লক্ষ্য করা যায়। বিদ্যালয় অবকাঠামোর অপ্রতুলতা, বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকের অভাব, সহায়ক শিক্ষাসামগ্রীর ঘাটতি এবং সামাজিক মনোভাবের প্রতিবন্ধকতা—এই সব কারণ অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রাথমিক শিক্ষার কার্যকর বাস্তবায়নকে চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলেছে। ফলে নীতিগত অঙ্গীকার ও বাস্তব বাস্তবায়নের মধ্যে একটি সুস্পষ্ট ব্যবধান বিদ্যমান, যা গভীর গবেষণা ও কার্যকর হস্তক্ষেপের দাবি রাখে।

বাস্তব শিক্ষা পরিস্থিতি: একটি সমালোচনামূলক বিশ্লেষণ

অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রাথমিক শিক্ষার ধারণা নীতিগতভাবে যতই অগ্রসর হোক না কেন, বাস্তব শিক্ষাক্ষেত্রে তার প্রয়োগ এখনও নানা কাঠামোগত ও প্রাতিষ্ঠানিক সমস্যার সম্মুখীন। বিদ্যালয় পরিকাঠামো, শিক্ষক প্রস্তুতি, পাঠক্রম ও মূল্যায়ন ব্যবস্থা—এই তিনটি মূল স্তম্ভের দুর্বলতা অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার কার্যকারিতাকে উল্লেখযোগ্যভাবে সীমিত করে রেখেছে। নিম্নে এই বিষয়গুলির একটি সমালোচনামূলক বিশ্লেষণ উপস্থাপন করা হলো।

বিদ্যালয় পরিকাঠামো:

ভারতের গ্রাম ও মফস্বল এলাকার অধিকাংশ প্রাথমিক বিদ্যালয় এখনও প্রতিবন্ধীবান্ধব হিসেবে গড়ে ওঠেনি। বিদ্যালয়ের ভবন নির্মাণ ও সংস্কারের ক্ষেত্রে সার্বজনীন নকশা (Universal Design) নীতির যথাযথ প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায় না। ফলস্বরূপ শারীরিক প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য বিদ্যালয়ে প্রবেশ, শ্রেণিকক্ষে চলাচল কিংবা শৌচালয় ব্যবহারের মতো মৌলিক বিষয়গুলিতেই

নানাবিধ প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়। অনেক বিদ্যালয়ে র্যাম্প, হ্যান্ডরেল, প্রশস্ত দরজা বা হুইলচেয়ার উপযোগী পথের অভাব স্পষ্টভাবে দেখা যায়।

এছাড়াও দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী ও শ্রবণপ্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য প্রয়োজনীয় ব্রেইল সাইনেজ, শ্রবণ সহায়ক যন্ত্র, দৃশ্যমান নির্দেশক চিহ্ন বা নিরাপদ চলাচল ব্যবস্থা অধিকাংশ বিদ্যালয়েই অনুপস্থিত। এই অবকাঠামোগত ঘাটতি কেবল শিক্ষালাভের সুযোগকে সীমিত করে না, বরং প্রতিবন্ধী শিশুদের আত্মসম্মান ও বিদ্যালয়ের প্রতি অন্তর্ভুক্তির অনুভূতিতেও নেতিবাচক প্রভাব ফেলে।

শিক্ষক প্রস্তুতি ও প্রশিক্ষণ:

অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা সফলভাবে বাস্তবায়নের জন্য প্রশিক্ষিত ও সংবেদনশীল শিক্ষক একটি অপরিহার্য উপাদান। শিক্ষকদের প্রতিবন্ধকতার ধরন, শিশুর বিশেষ চাহিদা, এবং ভিন্নধর্মী শিক্ষণ কৌশল সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা থাকা জরুরি। তবে বাস্তব পরিস্থিতিতে দেখা যায় যে অধিকাংশ প্রাথমিক শিক্ষক অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা বিষয়ক পর্যাপ্ত প্রাক-প্রশিক্ষণ (pre-service) কিংবা কর্মরত অবস্থায় প্রশিক্ষণ (in-service training) পান না।

ফলে অনেক শিক্ষক প্রতিবন্ধী শিশুদের শেখার অসুবিধাকে অলসতা বা অমনোযোগ হিসেবে ভুলভাবে ব্যাখ্যা করেন। শ্রেণিকক্ষে ভিন্ন গতিতে শেখা, বিকল্প শিক্ষণ পদ্ধতি গ্রহণ, বা ব্যক্তিগত সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রে শিক্ষকদের মধ্যে অনিশ্চয়তা ও আত্মবিশ্বাসের অভাব পরিলক্ষিত হয়। এই প্রশিক্ষণ ঘাটতি অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার দর্শনের সঙ্গে বাস্তব শিক্ষণ প্রক্রিয়ার একটি মৌলিক বিরোধ সৃষ্টি করে।

পাঠক্রম ও মূল্যায়ন:

অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রাথমিক শিক্ষার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ হলো পাঠক্রম ও মূল্যায়ন ব্যবস্থার অনমনীয়তা। প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থায় একই পাঠক্রম, একই সময়সীমা এবং একই ধরনের মূল্যায়ন পদ্ধতি সকল শিশুর জন্য প্রযোজ্য বলে ধরে নেওয়া হয়। কিন্তু বাস্তবে প্রতিবন্ধী শিশুদের শেখার গতি, পদ্ধতি ও প্রকাশভঙ্গি ভিন্ন হওয়ায় এই একরৈখিক কাঠামো তাদের জন্য কার্যকর হয় না।

প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য অভিযোজিত পাঠক্রম (Adapted Curriculum), বিকল্প শিক্ষাসামগ্রী, এবং নমনীয় মূল্যায়ন পদ্ধতি—যেমন মৌখিক পরীক্ষা, পর্যবেক্ষণভিত্তিক মূল্যায়ন, বা ধারাবাহিক ও সমন্বিত মূল্যায়ন—অধিকাংশ বিদ্যালয়েই পর্যাপ্তভাবে প্রয়োগ করা হয় না। এর ফলে অনেক শিশু প্রকৃত সক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও পরীক্ষাভিত্তিক মূল্যায়নে পিছিয়ে পড়ে এবং শিক্ষাব্যবস্থার মূলধারা থেকে ধীরে ধীরে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

সার্বিকভাবে বলা যায়, বিদ্যালয় পরিকাঠামো, শিক্ষক প্রশিক্ষণ এবং পাঠক্রম ও মূল্যায়নের এই কাঠামোগত সীমাবদ্ধতাগুলি অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রাথমিক শিক্ষার বাস্তবায়নে একটি গভীর সংকট সৃষ্টি করেছে। এই সংকট উত্তরণে নীতিগত প্রতিশ্রুতির পাশাপাশি কার্যকর পরিকল্পনা, পর্যাপ্ত অর্থায়ন এবং শিক্ষাব্যবস্থার সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গিগত পরিবর্তন অপরিহার্য।

সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিবন্ধকতা:

প্রতিবন্ধী শিশুদের শিক্ষায় সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মনোভাব একটি গভীর ও বহুমাত্রিক নিয়ামক হিসেবে কাজ করে। সমাজের একটি বড় অংশ এখনও প্রতিবন্ধকতাকে সক্ষমতার স্বাভাবিক বৈচিত্র্য হিসেবে গ্রহণ করতে প্রস্তুত নয়; বরং একে করুণার বিষয়, দুর্বলতা কিংবা সামাজিক বোঝা হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এই দৃষ্টিভঙ্গির ফলে প্রতিবন্ধী শিশুরা প্রায়ই সামাজিক প্রান্তিকতার শিকার হয় এবং তাদের সম্ভাবনা ও অধিকার উপেক্ষিত থেকে যায়।

অনেক ক্ষেত্রে অভিভাবকরা সামাজিক লজ্জা, কুসংস্কার কিংবা ভবিষ্যৎ অনিশ্চয়তার ভয়ে প্রতিবন্ধী সন্তানকে বিদ্যালয়ে পাঠাতে অনাগ্রহী হন। কেউ কেউ শিশুকে সমাজের আড়ালে রাখার প্রবণতা প্রদর্শন করেন, যা শিশুর সামাজিকীকরণ ও মানসিক বিকাশকে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে। বিদ্যালয় পরিবেশেও সহপাঠীদের মধ্যে বিদ্রূপ, উপহাস, অবহেলা কিংবা সচেতন বা

অচেতন বৈষম্যের ঘটনা লক্ষ্য করা যায়। এই ধরনের আচরণ প্রতিবন্ধী শিশুদের আত্মসম্মানবোধকে দুর্বল করে, শেখার আগ্রহ হ্রাস করে এবং অনেক ক্ষেত্রে বিদ্যালয় ত্যাগের (dropout) প্রবণতা বাড়িয়ে তোলে।

এই নেতিবাচক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মনোভাব অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার মূল দর্শন—সমতা, গ্রহণযোগ্যতা, অংশগ্রহণ ও মানবিক সম্মান—এর সঙ্গে সরাসরি সাংঘর্ষিক। তাই অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা বাস্তবায়নের জন্য কেবল নীতিগত উদ্যোগই যথেষ্ট নয়; সমাজের দৃষ্টিভঙ্গিগত পরিবর্তনও অত্যন্ত জরুরি।

অভিভাবক ও সম্প্রদায়ের ভূমিকা:

অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রাথমিক শিক্ষা কেবল বিদ্যালয় বা শিক্ষকের একক দায়িত্ব নয়; এর সফল বাস্তবায়নে অভিভাবক ও স্থানীয় সম্প্রদায়ের সক্রিয় ও সচেতন অংশগ্রহণ অপরিহার্য। অভিভাবকদের ইতিবাচক মনোভাব, শিশুর সক্ষমতার প্রতি আস্থা এবং বিদ্যালয়ের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ শিশুর শিক্ষাজীবনে ধারাবাহিকতা ও মানসিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করে।

অভিভাবকরা যদি শিশুর বিশেষ চাহিদা সম্পর্কে সচেতন হন এবং শিক্ষকদের সঙ্গে সহযোগিতামূলক সম্পর্ক গড়ে তোলেন, তবে শেখার প্রতিবন্ধকতা অনেকাংশে দূর করা সম্ভব হয়। পাশাপাশি স্থানীয় সম্প্রদায়—পঞ্চায়েত, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন, স্বাস্থ্যকর্মী ও সামাজিক নেতৃবৃন্দ—সচেতনতা কর্মসূচি, সামাজিক সমর্থন ও সম্পদ সংগ্রহের মাধ্যমে অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার পরিবেশকে আরও সহায়ক ও টেকসই করে তুলতে পারে। এই যৌথ উদ্যোগ একটি ইতিবাচক সামাজিক আবহ সৃষ্টি করে, যা প্রতিবন্ধী শিশুদের আত্মমর্যাদা ও শিক্ষায় অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করে।

অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার সুফল:

অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা কেবল প্রতিবন্ধী শিশুদের উন্নয়নের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; এটি সকল শিক্ষার্থীর সামগ্রিক মানবিক ও সামাজিক বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। একই শ্রেণিকক্ষে ভিন্ন ভিন্ন সক্ষমতার শিশুদের সহাবস্থান শিক্ষার্থীদের মধ্যে সহমর্মিতা, সহযোগিতা, সহনশীলতা ও সামাজিক দায়িত্ববোধ গড়ে তোলে। বৈচিত্র্যকে সমস্যা হিসেবে নয়, বরং শিক্ষার একটি স্বাভাবিক ও সমৃদ্ধ উপাদান হিসেবে দেখার মানসিকতা তৈরি হয়।

প্রতিবন্ধী শিশুদের ক্ষেত্রে অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা তাদের আত্মবিশ্বাস, যোগাযোগ দক্ষতা, সমস্যা সমাধানের ক্ষমতা ও সামাজিক অভিযোজন ক্ষমতা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করে। অপরদিকে অপ্রতিবন্ধী শিশুরাও বাস্তব জীবনের বৈচিত্র্য ও মানবিক মূল্যবোধ সম্পর্কে বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জন করে, যা ভবিষ্যতে একটি সংবেদনশীল ও ন্যায়ভিত্তিক সমাজ গঠনে সহায়ক হয়।

চ্যালেঞ্জ ও সীমাবদ্ধতা:

অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রাথমিক শিক্ষার বাস্তবায়নের পথে এখনো বেশ কিছু মৌলিক চ্যালেঞ্জ ও সীমাবদ্ধতা বিদ্যমান। অর্থনৈতিক সীমাবদ্ধতার কারণে অনেক বিদ্যালয়ে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো উন্নয়ন, সহায়ক শিক্ষাসামগ্রী ও প্রযুক্তি সরবরাহ সম্ভব হয় না। পাশাপাশি প্রশিক্ষিত বিশেষ শিক্ষক, কাউন্সেলর ও সহায়ক কর্মীর অভাব অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার গুণগত মানকে ব্যাহত করে।

এছাড়াও প্রশাসনিক দুর্বলতা, আন্তঃবিভাগীয় সমন্বয়ের অভাব এবং নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের মধ্যকার স্পষ্ট ব্যবধান অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষাকে প্রায়ই কাগজে-কলমে সীমাবদ্ধ করে রাখে। ফলস্বরূপ, নীতিগত অঙ্গীকার থাকা সত্ত্বেও বাস্তব ক্ষেত্রে প্রত্যাশিত পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয় না।

ভবিষ্যৎ দিশা ও সুপারিশ:

অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রাথমিক শিক্ষাকে কার্যকর, মানবিক ও টেকসই করে তুলতে কয়েকটি সুপরিকল্পিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা অপরিহার্য। শিক্ষক প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক ও ব্যবহারিকভাবে অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন, যাতে শিক্ষকরা বিভিন্ন ধরনের শিক্ষার্থীকে দক্ষতার সঙ্গে পরিচালনা করতে পারেন। বিদ্যালয় পরিকাঠামোকে সার্বজনীন নকশা নীতির

ভিত্তিতে প্রতিবন্ধীবান্ধব করে তোলা, পাঠক্রম ও মূল্যায়নে প্রয়োজনীয় নমনীয়তা আনা এবং সহায়ক প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি করা জরুরি।

একই সঙ্গে অভিভাবক ও সমাজে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য ধারাবাহিক প্রচার ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম গ্রহণ করা প্রয়োজন। পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ, স্বচ্ছ প্রশাসনিক কাঠামো এবং নিয়মিত পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়নের মাধ্যমে এই সুপারিশগুলি বাস্তবায়িত হলে অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার লক্ষ্য অর্জন আরও বাস্তবসম্মত ও কার্যকর হয়ে উঠবে।

উপসংহার:

অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রাথমিক শিক্ষা একটি মানবিক, ন্যায়ভিত্তিক ও টেকসই শিক্ষাব্যবস্থার ভিত্তি। প্রতিবন্ধী শিশুদের শিক্ষা বাস্তবতা আজও নানা প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হলেও সঠিক নীতি, সচেতনতা ও আন্তরিক প্রয়াসের মাধ্যমে এই চ্যালেঞ্জ অতিক্রম করা সম্ভব। একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ গঠনের প্রথম ধাপ হলো এমন একটি প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা, যেখানে প্রতিটি শিশু—প্রতিবন্ধী বা অপ্রতিবন্ধী—সমান মর্যাদা ও সুযোগ নিয়ে বেড়ে উঠতে পারে।

তথ্যসূত্র:

- সরকার, রমেশচন্দ্র (২০১৪)। *অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা: ধারণা ও প্রয়োগ*। কলকাতা: প্রগতি প্রকাশন।
- মুখোপাধ্যায়, শর্মিষ্ঠা (২০১৯)। *প্রতিবন্ধী শিশু ও শিক্ষার অধিকার*। কলকাতা: চতুষ্কোণ।
- বন্দ্যোপাধ্যায়, তপন (২০১৭)। *শিক্ষা, সমাজ ও সমতা*। কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং।
- ঘোষ, অনিমেষ (২০২০)। *আধুনিক ভারতের শিক্ষানীতি*। কলকাতা: নিউ এজ পাবলিশার্স।
- মজুমদার, সুতপা (২০১৬)। *প্রাথমিক শিক্ষা ও শিশুবিকাশ*। কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স।
- দাস, সুজাতা (২০২১)। *অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা ও শিক্ষক ভূমিকা*। কলকাতা: বাণী প্রকাশন।
- সেন, পার্থ (২০১৮)। *শিক্ষায় সামাজিক ন্যায়*। কলকাতা: প্রগতিশীল প্রকাশ।
- চক্রবর্তী, রীতা (২০১৯)। *প্রতিবন্ধকতা ও সমাজ*। কলকাতা: রত্নাবলী।
- ভারত সরকার (২০২০)। *জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০* (বাংলা সংস্করণ)। নয়াদিল্লি।
- ইউনিসেফ ভারত (২০১৭)। *ভারতে প্রতিবন্ধী শিশুদের শিক্ষা* (বাংলা অনুবাদ)। নয়াদিল্লি।

Citation: **Farha. S.,** (2025) "অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রাথমিক শিক্ষা: প্রতিবন্ধী শিশুদের শিক্ষা বাস্তবতা", *Bharati International Journal of Multidisciplinary Research & Development (BIJMRD)*, Vol-3, Issue-08, August-2025.